তারিখ ... 20.1.84 ...
পৃষ্ঠা ... ...

বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের প্রতি ডঃ উসমানী

জাতীয় সমস্যা নিরসনে বিজ্ঞানের সৃষ্টিধর্মী প্রয়োগে আগাইয়া আসুন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমাবেশে পাকিস্তানের আণবিক গবেষণার স্থপতি ডঃ আই, এইচ, উসমানী গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় বলেন, দুই ডলার ব্যারেলের তেল দ্বারা কামিয়াবী বিশ্ব নিজেদের সভ্যতার হর্ম নির্মাণের পর আজ আমাদের উন্নতির বেলায় তেলের ব্যারেল ৩২ ডলারে উঠিয়াছে, বিজ্ঞানের সৃজনশীল প্রয়োগ দ্বারা উন্নয়নশীল বিশ্বকে এ কঠোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অগ্রসর হইতে হইবে।

ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনের সেমিনার কক্ষে ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর শামসুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত ভাষণ অনুষ্ঠানে প্রথিতযশা বিজ্ঞান প্রশাসক ডঃ উসমানী বিজ্ঞানের বিষয়ওয়ারী পিএইচডি অর্জন ও উহার মামুলি প্রয়োগের চাকুরি সন্ধানের মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশের গবেষক ও তরুণ বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বাংলার অপরিমেয় জলরাশির বিপুল প্রবাহ হইতে বিদ্যুৎ আহরণ, বালুকারাজির সিলিকন আহরণের সুলভ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া গ্রামওয়ারী সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, মাটির সজীব বীজাণুরাজির মধ্য হইতে নাইট্রোজেন পিয়াসী শ্রেণী সনাক্ত করিয়া জৈব রাসায়নিক সারের রাজ্যে অধিগমন, কক্সবাজার সৈকতে অপরিমেয় লবণ বিনষ্ট হওয়ার মুহূর্তেও হাওর অঞ্চলে একমুঠো লবণের জন্য কর্মজীবী মানুষের উন্মুখ প্রতীক্ষার মত আপন সমস্যার রাজ্যে সাহসী ও নূতন ভঙ্গিতে পদসঞ্চারের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পরমুখাপেক্ষী মানসিকতা দ্বারা আসলে আমরা কেবল নিজেদেরই সর্বনাশ ঘটাইতেছি।

ব্রহ্মপুত্র মেঘনার তুলনায় বিশ্বের দীর্ঘতম নদী মিসিসিপিকে তিনি সংকীর্ণ খাল হিসাবে বর্ণনা করিয়া বলেন, বাংলাদেশের নদীমালার বিপুল জলরাশির পতন শক্তি সামান্য হইলেও প্রবাহ অপরিমেয়, স্ক্রুসদৃশ দীর্ঘ টার্বাইনের বহুসংখ্যক জলবিদ্যুৎ

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় সমস্যা নিরসনে

(১ম পৃঃ পর)

কেন্দ্র স্থাপন করিয়া জলবিদ্যুৎ আহরণের সুযোগ এখানে আছে। পদ্ধতিটি নিজেদের উদ্ভাবন করিয়া নেওয়ার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, এজন্য ঐন্দ্রজাল জানা না থাকিলেও চলে, উপর্যুপরি পরীক্ষা ও সংশোধনের মাধ্যমে সরল বিজ্ঞানসূত্রকে বাংলাদেশ কাজে লাগাইতে পারে।

জ্বালানির ক্ষেত্রে তেলের বিকল্প সন্ধানে ডঃ উসমানী বিজ্ঞানীদের তেলের ও গ্যাসের মৌল গঠনের দিকে নজর দিবার আহ্বান জানাইয়া বলেন, প্রাকৃতিক গ্যাসের কার্বন ও তেলের কার্বন উপাদান পরিহার ও পরিবর্জন করিয়া কেবল হাইড্রোজেনটুকুই কাজে লাগে। যানবাহনে ব্যবহৃত তেলের ৭২ ভাগ ধূয়া হইয়া বাহির হইয়া যায়, মাত্র ১৮ ভাগ হাইড্রোজেনই চালিকা শক্তি হইয়া উঠে। এমন অপচয়মূলক বিজ্ঞান পরিহারের সাহসিকতা অর্জনের আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন: আসুন, তেলের মত ঘনত্বের হাইড্রোজেন দ্বারাই আমরা যানবাহন চালু করি। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, তেল আমদানীতে ৫০ কোটি ডলার খরচ করিতে একেকটি উন্নয়নশীল দেশের বাধে না। কিন্তু এ অপচয় চিরতরে রোধ করার জন্য পানির মত সুলভ উপাদান হইতে হাইড্রোজেন জ্বালানি আহরণের প্রকল্পের খাতে ২০ কোটি ডলার বরাদ্দ পাওয়া যায়। তিনি নীতি নির্ধারকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাইয়া বলেন, আমাদের উন্নতির মুহূর্তে তেলের দুর্মূল্য যদি ঘটিয়াই থাকে, উহার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের পায়ের নীচে মাটি খুঁজিয়া পাওয়াই উন্নতির প্রথম সোপান।

প্রতি বৎসর এ গরীব দেশটিও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় চারশত কোটি টাকা ব্যয় করে অথচ বলিষ্ঠ চিন্তা শক্তির অভাবে ফলাফল প্রায় শূন্য। বিজ্ঞাননীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে "গোপন গোপন" ধ্বনি তুলিয়া ফুসফাস করার নীতির সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, ইহার পরিণামে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞান আমলা বিজ্ঞান চর্চার সীমিত বরাদ্দের সর তুলিয়া খায়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মৌল বিজ্ঞানভিত্তিক নববিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হওয়ার তাগিদ দিয়া তিনি বলেন, বিজ্ঞানের প্রশাখা খুলিবার চাইতে মৌলবিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া শ্রেয়। কারণ, প্রশাখা পর্যায়ে এসব দেশের ভার্সিটির গবেষণাগার পাশ্চাত্যের চতুর্থ কিংবা ষষ্ঠ মানের শিশু-কিশোরদের গবেষণাগারের তুলনায় নগণ্য।

বিজ্ঞান চর্চায় মনপ্রাণ সমর্পণের জন্য তরুণদের সামনে সুযোগ-সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দেওয়ার এবং তরুণ বিজ্ঞানকর্মীদের জাতীয় জীবন হইতে ক্ষুধা-দারিদ্র্যের অভিশাপ মুছিয়া ফেলিবার আত্মব্রতী মানসিকতার এক জাতীয়তাবাদী সম্মিলনের আহ্বান জানাইয়া ডঃ উসমানী বলেন, উদ্দীপ্ত, জাগ্রত ও সাহসী বিজ্ঞান-তারুণ্যকে দাবাইয়া রাখার আমলাতান্ত্রিক ঘোরপ্যাঁচ পরিহার করা যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি তরুণদের উচিত দেশ-সমাজ ও মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর প্রতি ব্যথিত ও সমাধান অন্বেষায় ব্যগ্র মন লইয়া নিজের সমস্যা জানা। তিনি বলেন, অনিবার্যভাবে বিজ্ঞান-শাসিত এযুগে বুলি কপচাইয়া কাজ হইবে না। পারস্পরিক জবাবদিহির এক ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জাতিসংঘ কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমের ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ডঃ আই, এইচ, উসমানী গতকাল (বৃহস্পতিবার) বাসসর সহিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, মোটর যান, রেলগাড়ী, ষ্টীমার চালনায় পিপা ভর্তি গ্যাস ব্যবহারে বাংলাদেশ উদ্যোগী হইলে জাতিসংঘ কারিগরি সম্ভাব্যতা নিরূপণে সহায়তা দান করিবে। তিনি রূপপুরে ৩০০ হইতে ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি পারমাণবিক চুল্লী স্থাপনের পরামর্শ দেন।

বায়োগ্যাস গবেষণা ও প্রসারের বিরোধিতা করিয়া ডঃ উসমানী বলেন, ভারতে গৃহস্থালি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট শতকরা ৭০টিই বিকল হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি বলেন, সাভারে কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের নাম এখন বাংলাদেশ জ্বালানি কমিশন রাখাই শ্রেয়ঃ।